Class II/Indian social Institution and polity (মন্ত্রাধিকারঃ)/ semester VI

- আচার্য কৌটিল্যের আলোচনার প্রেক্ষিতে ‘মন্ত্রজ্ঞানম্’ এবং ‘মন্ত্ররক্ষণম্’ বিষয়দুটি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা ।

‘মন্ত্রপূর্বাঃ সর্বারম্ভাঃ’ অর্থাৎ সমস্ত কার্যারম্ভের পূর্বে ‘মন্ত্রণা’ রাজার অপরিহার্য কর্তব্য ।মন্ত্রণার দুটি দিক, একটি হল ‘মন্ত্রজ্ঞান’ অর্থাৎ কিভাবে মন্ত্রিগনের সাথে মন্ত্রণা করে রাজা মন্ত্র জ্ঞান লাভ করবেন এবং অপরটি ‘মন্ত্ররক্ষণ’ অর্থাৎ কিভাবে সে মন্ত্র রক্ষা করবেন, যাতে তা বাইরে প্রকাশিত না হয় ।এ প্রসঙ্গে প্রাচীন আচার্যদের মতামত আলোচনা করে মহামতি কৌটিল্য নিজমত উপস্থাপন করেছেন ।

“গুহ্যমেকো মন্ত্রয়েতেতি”– ভারদ্বাজঃ । আচার্য ভরদ্বাজ অর্থাৎ দ্রোণাচার্য মনে করেন যে মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজনে রাজা একাই মন্ত্রণা করবেন, মন্ত্রীকেও তা জানতে দেবেন না ।কারন মন্ত্রিপরম্পরার মাধ্যমে মন্ত্র বাইরে প্রকাশ পেতে পারে ।

কিন্তু আচার্য বিশালাক্ষর মতে একাকী মন্ত্র বিচার দ্বারা কারো মন্ত্রসিদ্ধি ঘটেনা ।তাঁর মতে কোন বিষয়ে দ্বৈধীভাব উপস্থিত হলে সে সংশয়ের ছেদন, কোন বিষয়ের একাংশের উপলব্ধি থেকে অবশিষ্টাংশের অনুমান এ সকল কার্য মন্ত্রিগনের দ্বারাই সাধ্য ।কাজেই সকলের মতামত রাজা শ্রবণ করবেন ।

“এতন্মন্ত্রজ্ঞানং নৈতন্মন্ত্ররক্ষণম্ ইতি পারাশরাঃ” । আচার্য পরাশরের মতাবলম্বী শিষ্যগণ মনে করেন যে, বিশালাক্ষোক্ত মতানুসারে কেবল মন্ত্রের জ্ঞানই হতে পারে ।কিন্তু তাতে মন্ত্ররক্ষা ঘটে না । তাই তাঁদের মতে রাজা কার্য সম্পাদন ব্যাপারে মন্ত্রিগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করবেন ।এরূপ করা হলে মন্ত্রের জ্ঞানও হবে এবং মন্ত্রের গোপনীয়তা রক্ষিত হবে ।

আচার্য পিশুন উপরোক্ত আচার্যের মত স্বীকার করেননি ।তাঁর মতে এক্ষেত্রে মন্ত্রিগণ রাজার কাছে নিজেদের অবিশ্বস্ত ভেবে ক্ষুব্ধ হতে পারেন এবং মন্ত্রণার বিষয় প্রকাশও করে দিতে পারেন । অতএব আচার্য পিশুনের মতে যে কার্যে যারা পটু এবং মন্ত্রণা ব্যাপারে রাজার বিশ্বস্ত, রাজা তাদের সাথেই মন্ত্রণা করবেন ।এভাবে রাজার পক্ষে ‘মন্ত্রজ্ঞান’ ও ‘মন্ত্ররক্ষণ’ উভয়ই লাভ করা সম্ভব হবে ।

কিন্তু কৌটিল্যের কাছে, আচার্য পিশুনের মত স্বীকৃতি লাভের যোগ্য নয় ।রাজা তিনজন বা চারজন মন্ত্রীর সঙ্গেই মন্ত্রণা করবেন ।কারন একজনের সাথে মন্ত্রণা করলে কার্যসমূহ নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি কার্যনিশ্চয় করতে পারবেন না ।দুজন মন্ত্রীর সাথে রাজা যদি মন্ত্রণা করেন ,তারা উভয়ে মিলিতভাবে পরামর্শ করে রাজাকে নিজেদের বশে আনতে পারেন , তাহলে তাদের দ্বারা রাজার কার্যহানি হবে ।তিনজন বা চারজন মন্ত্রণা সহায়ক মন্ত্রী থাকলে এরূপ কোন মহান দোষ উৎপন্ন হয় না এবং মন্ত্রণার বিষয়ীভূত কর্মও অবাধে সম্পন্ন হয় ।এ পসঙ্গে আরও বলেছেন ,দেশ, কাল ও কার্যের বশে রাজা একজন বা দুজন মন্ত্রীর সঙ্গেও মন্ত্রণা করতে পারেন , অথবা নিজের সামর্থ্যানুসারে একাকীও মন্ত্রবিচার করতে পারেন সেজন্য কৌটিল্য বলেছেন – “দেশকালকার্যবশেন ত্বেকেন সহ দ্বাভ্যামেকো বা যথাসামর্থ্যং মন্ত্রয়েত”। দীর্ঘকাল ধরে রাজা কোন মন্ত্রণা করবেন না এবং যাদের বিষয় তিনি কোন অপকার মূলক কার্য করবেন ,তাদের পক্ষভুক্ত লোকদের সঙ্গেও তিনি কোন মন্ত্রণা করবেন না ।